Name of the study area: Urban
Data Type: IDI with qualified seller/prescriber
Length of the interview/discussion: 59 min.46 sec.
ID: IDI_AMR201_SLM_PQ_H_U_08 Nov 17
Demographic Information:

Gender	Age	Education	Seller/prescriber	Category	Year of service	Ethnicity	Remarks
Male	36	S.S.C	Unqualified seller/prescriber	Both	7 Years	Bangali	

প্রশ্নর্কতা: আসালামুআলাইকুম। আমি হচ্ছি এস এম এস। আমি ঢাকা আইসিডিডিআরবি কলেরা হাসপাতালে কাজ করি। আমরা একটা বর্তমানে গবেষনা করছি, যেখানে আমরা বোঝার চেষ্টা করছি যে, মানুষ ও বাসাবাড়ি সমুহে পশু পাখি যখন অসুস্থ হয় তখন তারা কি করে। পরার্মশ এবং চিকিৎসার জন্য তারা কোথায় যায় এবং ঐ অসুস্থতার সময়ের জন্য তারা কোন এন্টিবায়োটিক ক্রয় করে কিনা। ঔষধের দোকানের মালিক বা প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্য সেবা বা চিকিৎসা সেবা প্রদানকারী অথবা যিনি এন্টিবায়োটিক বিক্রয় বা প্রদান করেন, তাদের কাছ থেকে আমরা আরো জানতে চাই যে, তারা কিভাবে এন্টিবায়োটিক বিক্রয় বা সেবনের পরার্মশ দিয়ে থাকেন। তো ভাইজান, আপনি আমাকে যে সমস্ত তথ্য দিবেন, এটা শুধুমাত্র গবেষনার কাজেই ব্যবহৃত হবে এবং সর্ম্পূন গোপনীয়ভাবে। আর আইসিডিডিআরবি তে এটা সংরক্ষন করা হবে। তো ভালো আছেন। না?

উত্তরদাতা: জ্বী।

প্রশ্নর্কতা: তো আমরা কি শুরু করবো ভাই?

উত্তরদাতা: জ্বী।

প্রশ্নর্কতা: ধন্যবাদ। আচ্ছা, আমি প্রথমে একটু জানতে চাচ্ছিলাম যে মানে আপনি যদি একটু বলেন আপনার এই দোকান সর্ম্পকে। আপনি আসলে এখানে কি কি কাজ করেন?

উত্তরদাতা: আমি এখানে মেডিসিন সেল করি। এটাই।

প্রশ্নর্কতা: সাথে সাথে কিছু পার্শ্ববর্তী লোকজন যখন আসে, যে কোন অসুখ বিসুখ নিয়ে। তাদেরকে কোন ঔষধ প্রদান করেন?

উত্তরদাতা: হ্যা।

প্রশ্নর্কতা: কি কি

উত্তরদাতা: যতটুকু নলেজ আছে। দেখা যায় ছোট খাটো ডিজিজ যেমন, জ্বর, পেটের নানারকম ডিজিজ। ছোটখাটো ইনফেকশন। এগুলোর ক্ষেত্রে আরকি।

প্রশ্নর্কতা: এগুলো দিয়ে থাকেন। তো আপনার দোকানে কি কি ধরনের ঔষধ আছে?

উত্তরদাতা:মোটামুটি সব ধরনের ঔষধই রাখি আমি। এটা তো এলাকার ভিতর দোকান। মানে এখানে যা যা চালানো যায়। সবগুলো বললে ভুল হবে। কারন ঔষধ তো অনেক গ্রুপ থাকে। সবগুলো তো আর এখানে সম্ভব না।

প্রশ্নর্কতা:মানে সাধারন ঔষধ, এন্টিবায়োটিক এই ধরনের একটু যদি খুলে

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক ,প্যারাসিটেমল তারপর দেখা যায় গ্যাষ্ট্রিকের জন্য যেগুলো দরকার, ভিটামিন, ক্যালসিয়াম। এগুলা।

প্রশ্নর্কতা: তো আপনার মানে আপনি এখান থেকে কোন ব্যবস্থাপত্র বা প্রেসক্রিপশন দিয়ে থাকেন মানে পেশেন্ট যাদেরকে।

উত্তরদাতা: না। আমি কোন প্রেসক্রিপশন দিইনা।

প্রশ্নর্কতা:মানে কি ধরনের, পেশেন্ট যদি আসে, তাদেরকে কি ধরনের সেবা দেন, এই বিষয়ে যদি একটু বলেন।

উত্তরদাতা:এখানে ম্যাক্সিমাম আমার কাছে যারা আসে, তারা প্রেসক্রিপশন নিয়ে আসে। তো ওদের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ওদের মেডিসিন দিই। আরেকটা হচ্ছে যে, দেখা যায় এলাকার কিছু পরিচিত মানুষ আসে। ছোটখাটো তাদের সমস্যা। এটা আমি নিজেই প্রেসক্রাইব করি।

প্রশ্নর্কতা: প্রেসক্রাইব করেন। ঐটা কি মৌখিকভাবে দেন নাকি

উত্তরদাতা: মৌখিকভাবে।

প্রশ্নর্কতা:এন্টিবায়োটিক কি দিয়ে থাকেন? এন্টিবায়োটিক?

উত্তরদাতা:হ্যা। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিক দিই। মানে বলে দিই যে, যদি আপনি টোটাল কোর্স মতো না খান, তাহলে শুধু শুধু নিয়েন না। অনেকে দেখা যায় যে, বলে যে, এক ডোজ দেন, দুই ডোজ দেন। আমি বলি, আপনি অন্য ঔষধ নেন। কিন্তু এন্টিবায়োটিক আমি আপনাকে টোটাল কমপ্লিট ডোজ না নিলে আমি দিবোনা।

প্রশ্নর্কতা:কিন্তু তার যদি কেনার সার্মথ্য না থাকে বা ইচ্ছা না থাকে?

উত্তরদাতা:না থাকলে তারে আমি বলি আপনি ডাক্তারের কাছে যান। সরকারি মেডিকেলও দেখায় দিই যে একদম কম খরচ আছে। ঐখানে যান। আপনি ডাক্তারের চার্জ দেন। ডাক্তার যদি আপনাকে দিতে পারে, তো আমার দিতে সমস্যা নাই। আমি ডাক্তার না। আমি বড়জোর একজন ফার্মাসিস্ট। এভাবে আমি দিতে পারবো।

প্রশ্নর্কতা:তো মানে আপনি কি মনে করেন যে, সময়ের সাথে সাথে এন্টিবায়োটিক এর ব্যবহারটা বেড়ে যাচ্ছে বা কমে যাচ্ছে, কি মনে হয় আপনার কাছে? যদি একটু খুলে বলেন।

উত্তরদাতা:আমি ছয় বছর ধরে মেডিসিনের বিজনেস করতেছি। তো আগে যেরকম ছিল, আমার মনে হয় এখন বাড়তেছে। এন্টিবায়োটিক এর ইউজটা।

প্রশ্নর্কতা:কিজন্য মনে হয় যে, এটা বেড়ে যাচ্ছে?

উত্তরদাতা:কিজন্য বেড়ে যাচ্ছে, দেখেন আপনাকে আমি ছয় বছর আগে কিন্তু নরমালি এমোক্সিসিলিন গ্রুপের যে ঔষধটা সেফ্রাডিন এগুলো আমি ইউজ করতাম। খুব ভালো রেজাল্ট আসতো। এখন এগুলি দিয়ে রেজাল্ট আসেনা।

প্রশ্নর্কতা:মানে এগুলি দেওয়ার পরে কি ধরনের সমস্যা হয়।

উত্তরদাতা:দেওয়ার পরে ম্যাক্সিমাম কেসে দেখা যায় যে, সাপোজ আমি একটা আমার এইযে ডেন্টাল পেশেন্টের ক্ষেত্রে অনেকের গাল ফুলে যায়, মাড়ির ইনফেকশন হয়। এদের ক্ষেত্রেও আমি আগে এমোক্সিসিলিন, সেফ্রাডিন এগুলি দিয়েই ভালো রেজাল্ট আসতো। মানে এক সপ্তাহ, দশদিনের যদি আমি কোর্স দিতাম, রোগী সুস্থ হয়ে যেতো। এখন হয়না। এখন ওদের দেখা যায় যে, এর থেকে হায়ার দিতে হয়। যেমন, এজিথ্রোমাইসিন বা ঐ আপনার কি বলে, সেবাডোক্সিল গ্রুপের।

প্রশ্নর্কতা:এগুলো দিতে হয়। তো আপনার দোকানে কোন কোন ধরনের এন্টিবায়োটিক আছে এবং কোন ধরনের এন্টিবায়োটিক আপনি সচরাচর বেশী লিখে থাকেন এই বিষয়টি নিয়ে আমরা পরবর্তীতে একটু কথা বলবো। কোনটা কোন প্রজন্মের, এই বিষয়টা নিয়ে। তো প্রেসক্রিপশনে এন্টিবায়োটিক দেওয়া অথবা আপনি যখন মৌখিকভাবে এন্টিবায়োটিক দিয়ে থাকেন, আপনি কোন ধরনের সমস্যা, চ্যালেঞ্জ বা কোন প্রবলেম কি কোন সময়ে মনে করেন যে মানে সমস্যা হয়? যে একটা পেশেন্ট আসলো। ধরেন

উত্তরদাতা:একটা এন্টিবায়োটিক এ প্রবলেম হয়। সেটা হচ্ছে আপনার এজিথ্রোমাইসিনে। কিছু পেশেন্ট এসে দেখা যায় এজিথ্রোমাইসিন, ওরা একটা ডোজ নেওয়ার পরে শরীর ফুলে যায়। এই একটা প্রবলেমই দেখতেছি। অন্য কোন এন্টিবায়োটিক আমি তেমন কোন রিএকশন দেখিনা।

(৫:০০ মিনিট)

প্রশ্নর্কতা:মানে প্রত্যেক পেশেন্ট এর কাছ থেকেই কি আপনি অভিযোগটি পেয়েছেন?

উত্তরদাতা:প্রত্যেকের ক্ষেত্রে না। কিছু কিছু পেশেন্টের ক্ষেত্রে। খুব রেয়ার। মানে টুয়েন্টি পারসেন্ট ধরতে পারেন।

প্রশ্নর্কতা:এটা ফুলে যায়। শুধু এজিথ্রোমাইসিনের ক্ষেত্রে। আর একটা রোগীকে আপনি এন্টিবায়োটিক মানে ভার্বালি, মৌখিকভাবে দিচ্ছেন। আপনি সমস্যঅটা শোনার পরে আপনি একটা এন্টিবায়োটিক যখন চিন্তা করলেন, আমি এই এন্টিবায়োটিকটা দিবো।

উত্তরদাতা:আমি আগে তার হিস্ট্রি শুনি। যে আপনি কি, সাপোজ সে জ্বরের জন্য আসলো। আজকে তার তিনদিন চারদিন ধরে জ্বর। বা দুইদিন ধরে জ্বর। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি যে, আপনি কি ঔষধ খায়ছেন। যদি সে বলে প্যারাসিটেমল খায়তেছে। কয়দিন আমি বলি তিনদিন পর্যন্ত প্যারাসিটেমল চালান। যদি এটা তারপরও থাকে, তাহলে হয়তো বলি ডাক্তারের কাছে যান। যদি ডাক্তারের কাছে যেতে না পারে,সার্মথ্য নাই, সেক্ষেত্রে আমি তাকে সিপ্রোফ্লোক্সাসিন দিই। যে আপনি প্যারাসিটেমল চলুক, সাথে আপনি সিপ্রোফ্লোক্সাসিন খান। তিনদিন পর থেকে। ঐক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কাজ করে ভালো।

প্রশ্নর্কতা:মানে আমি যেটা বলছিলাম যে, ডিসিশান নেওয়ার ক্ষেত্রে, আপনি নিজে নিজে যখন ডিসিশান নেন। আমি এখন এন্টিবায়োটিক দিবো, কোন এন্টিবায়োটিকটা দিবো। মানে এই ধরনের কোন সমস্যা কোন সময় ফেস করেছেন? নিজে নিজেই যে মানে আসলে কি এন্টিবায়োটিক আমি এটা দিবো নাকি এটা দিবো। এই ধরনের কোন সমস্যা।

উত্তরদাতা:না। ঐটা আসলে তেমন ফেস করিনা।

প্রশ্নর্কতা:আর অন্য যে কোন ধরনের সমস্যা বা চ্যালেঞ্জ হয়ছে যে এন্টিবায়োটিক বলার ক্ষেত্রে পেশেন্টকে আমি কোনটা দিবো আসলে।

উত্তরদাতা:এটা সমস্যা হয় প্রেগনেন্টদের ক্ষেত্রে।

প্রশ্নর্কতা:কি ধরনের?

উত্তরদাতা:প্রেগনেন্ট পেশেন্টদের ক্ষেত্রে একটু নিজের ভিতরে কনফিউশন থাকে যে, আমি একে এটা আদৌ দিবো। এবং প্রেগন্যান্সির ক্ষেত্রে একটু সর্তকতা দেখতে হয়। যে প্রভাব পড়ে কিরকম, জিনিসটা কি, সেক্ষেত্রে একটু চিন্তা ভাবনা করেই। আমি ম্যাক্সিমাম প্রেগনেন্ট পেশেন্টদের বলি যে আপনারা ডাক্তারের কাছে যান। তারা প্রেসক্রাইব করবে কারন আমাদের থেকে তাদের নলেজটা বেশী।

আমরা তো মেডিসিন সর্ম্পকে কিছুটা ফার্মাসিউটিকেল নলেজ আছে। কিন্তু আপনার বডি সর্ম্পকে ডাক্তারের নলেজটাই বেশী। প্রেগনেন্ট পেশেন্টকে আমি সহজে এন্টিবায়োটিক দিইনা বললেই চলে। একবারে লাস্ট ষ্টেজে ক্যাটাগরির তখন হয়তো ওদেরকে আপনার সেফিক্সিমটা একটু সেফ আছে, ঐটা আমি দিতে পারি। এটা খেতে পারেন। তারপরও ডাক্তারের কাছে পরার্মশ নেওয়াটা ভালো।

প্রশ্নর্কতা:তারমানে প্রেগনেন্ট পেশেন্ট আসে আপনার দোকানে?

উত্তরদাতা:হ্যা। অনেক আসে। প্রেগনেন্সির সময় ম্যাক্সিমাম মহিলাদের যে সমস্যা হয়, দাঁতের। ঐ দাতেঁর মাড়ির প্রবলেমটা বেশী।

প্রশ্নর্কতা:আপনি কি দাঁতের কাজও করেন? মানে

উত্তরদাতা:না। দাতেঁর কাজ আমি করিনা। আমার বাপ ডেন্টিষ্ট। এজন্য আমার আইডিয়া আছে। এজন্য আমি একটা ছোট ক্লিনিক দিছি। আমার এক চাচাতো ভাই আছে। ওর আবার উপরে ক্লিনিক। তো ও আমার পেশেন্ট টেশেন্ট আসলে আমি ওরে সপ্তাহে দুইদিন তিনদিন --

প্রশ্নর্কতা:মানে আপনি যখন একটা ধরেন একটা কাষ্টমারকে বা একজন রোগীকে এন্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করছেন ভার্বালি, মৌখিকভাবে। তখন আপনি তাদেরকে কি কি তথ্য দেন? ইনফরমেশন দেন? এন্টিবায়োটিক সর্ম্পকিত কি কি বলেন?

উত্তরদাতা:ঐযে প্রথমে বললাম যে, এন্টিবায়োটিক যদি আপনি নিতে চান,তাহলে আপনাকে টোটাল কোর্স কমপ্লিট করতে হবে। একটা দুইটা খাবেন, এটা হবেনা। যদি আপনি পারেন, তো এভাবে নেন। বুঝায়ে বলি। কারন এন্টিবায়োটিক এর একটা প্রভাব আছে। আপনি এখন শরীরে এন্টিবায়োটিক ঢুকালেন। যদি এটা পরির্পূন না খান, আপনার শরীরে যে ভাইরাসটা আছে, ওরা একটা রেজিস্ট্যান্স তৈরী করে ফেলে শরীরে। যদি কমপ্লিট না করেন, তো পরবর্তীতে দেখা যাবে যে, এই এন্টিবায়োটিকটা আপনার শরীরে তেমন কাজ করবেনা। তখন ভবিষ্যতে আপনারই সমস্যা হবে। এভাবে বুঝায়ে বলি।

প্রশ্নর্কতা:এটা তো একটা এডাল্ট, পূর্ন বয়স্কদের বললেন যে, এক্ষেত্রে যেমন বাচ্চাকে যদি আপনি ইয়ে দেন, অথবা খুব ওল্ড, এল্ডার এডাল্ট কেউ থাকে, বয়োজ্যষ্ঠ কাউকে অথবা তার পড়াশোনা বা তার এডুকেশনাল লেবেল অনুযায়ী যদি পড়াশোনা কম হয়, সেক্ষেত্রে এই ইনফরমেশনটা কিভাবে দেন? বাচ্চার ক্ষেত্রে, বয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে?

উত্তরদাতা:তাদেরকে আসলে আমি এত বুঝালেও তো তারা বুঝবেনা। ভাইরাস কি, রেজিস্ট্যান্ট কিরকম হয়,এদেরকে ডিটেইল ক্লাস নিলে এরা কিছুই বুঝবেনা। সেক্ষেত্রে তাদেরকে আমি একটা কথা বলি। দেখেন, আংকেল, আপনি যদি পারেন এটা টোটাল কোর্স শেষ করবেন। আর যদি না পারেন তাহলে আপনি এন্টিবায়োটিক খায়য়েন না। তাহলে আপনার ক্ষতি হবে। এখন আপনি বুইঝা নেন। যদি পারেন তাহলে নেন। তো সে বলে, না, আমি নিবো। তো ঠিক আছে। আমি এখন তার, আমার বোঝানোর দায়িত্ব, আমি বুঝায়ে দিছি। সে যদি এটা ইউজ না করে সেক্ষেত্রে তো---

প্রশ্নর্কতা:আর বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কিছু বলেন? ছোট বাচ্চা যদি হয়, ছোট বাচ্চাকে আপনি এন্টিবায়োটিক ভার্বালি প্রেসক্রাইব করছেন, এটা তাকে খাওয়ান

উত্তরদাতা:আসলে ছোট বাচ্চাকে আমি এন্টিবায়োটিক দিইনা।

প্রশ্নর্কতা:কেন দেন না?

উত্তরদাতা:দেইনা না। বাচ্চারা হচ্ছে, ওদের ক্ষেত্রে খুব সেনসিটিভ ব্যাপার। এদের ক্ষেত্রে আমি বলি যে, শিশু ডাক্তার দেখান।

প্রশ্নর্কতা: শিশু ডাক্তার দেখান। আর যারা পড়াশোনা কম, মানে যার এডুকেশনাল লেবেলটা কম, এডুকেশনাল স্ট্যাটাসটা কম। ওদের ক্ষেত্রে এই মেসেজটা কিভাবে দেন? যে শিশু ডাক্তার দেখান। এন্টিবায়োটিক খাওয়া বা ডোজ বা কয়দিন খাবে বা এই বিষয়ে কি বলেন?

(১০:০০ মিনিট)

উত্তরদাতা:আমি বলিনা। ওদের ইসে আমি লিখে দিই। ঔষধের সাথে আমি লিখে দিই।

প্রশ্নর্কতা:মানে ঔষধের বডিতে, গায়ে নাকি হচ্ছে কাগজে?

উত্তরদাতা:কাগজে লিখে আমি পিন আপ করে দিই। যে এই ঔষধটা এভাবে খেতে হবে। এবং আমি পুরোটা দিয়ে দিই। যে আপনার সাতদিনের কোর্স। আমি চৌদ্দটা দিয়ে দিলাম। বা সাতদিনের জন্য আমি সাতটা দিয়ে দিলাম। ঐ ইসে দিয়ে দিলাম। একটা করে খাবেন। এটা আমি লিখে দিই। আবার অনেকে লেখা না বুঝলে আমি ঐ স্টেপ কেটে দিই।

প্রশ্নর্কতা:কি দিয়ে কেটে দেন?

উত্তরদাতা:কাচি দিয়ে এক সাইড দিয়ে কেটে দিই। এক কাটা মানে একবার, দুই কাটা মানে দুই বার, এরকম ওদের বুঝায়ে দিই।

প্রশ্নর্কতা:খুব সুন্দর একটা সিস্টেম। ভালো। তো আপনি মানে এন্টিবায়োটিক কত মাত্রায় কত ডোজ, এটা তো বললেন। সাইড এফেক্ট সর্ম্পকে কিছু বলেন মানে কতদিন খায়তে হবে, কয়দিন এট লিষ্ট এন্টিবায়োটিক খাওয়ার নিয়মটা কি বলেন এই বিষয়ে? কয়দিন খেতে হবে বা সাইড এফেক্ট

উত্তরদাতা:এটা আসলে পেশেন্টের অবস্থা দেখে আমি আসলে ইয়ে করি। এখন দেখা যায় যার তেমন দরকার নেই, দেখা যায় যে, নরমাল তার জ্বর হয়ছে, আর জ্বরের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ওর তিনদিন প্যারাসিটেমল, পরে ওর সাথে আমি আরো তিনদিনের জন্য সিপ্রোফ্লক্সাসিলিন দিই। এটা তিনদিনের জন্য খান। সকালে একটা বিকালে একটা। তো খেয়ে অনেকে দেখা যায় যে, ভালো হয়ে যায়। তারপরও যদি না হয়, আমি বলি যে আপনি ডাক্তারের কাছে যান। হয়তো আপনাকে ব্লাড টেষ্ট দিতে পারে। ব্লাড টেষ্ট যদি না দেয় হয়তোবা ডাক্তার আপনাকে লং টার্ম ঔষধ দিবে। এই টাইপের।

প্রশ্নর্কতা:আর সাইড এফেক্ট সর্ম্পকে কিছু বলেন এন্টিবায়োটিক এর? পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কি বলেন, একটু যদি বলেন।

উত্তরদাতা:যেমন এজিথ্রোমাইসিন যদি একটার কথা বলতেছি। আমি তখন বলে দিই যে, এটার জন্য হয়তো আপনার শরীরে উইকনেস আসতে পারে। মাথা ঘুরাবে, ঝিমুনি আসতে পারে বা বমি আসতে পারে। এটুকু বলে দিই। সাথে খাওয়া দাওয়া ভালোভাবে করবেন। এন্টিবায়োটিক খেলে শরীর দুর্বল হয়ে যায়। সেজন্য খাওয়া দাওয়া ভালোভাবে করবেন।

প্রশ্নর্কতা:এটাই বলেন। আর রেজিস্ট্যান্স যে, এন্টিবায়োটিক এর রেজিস্ট্যান্স সম্বন্ধে কিছু বলেন?

উত্তরদাতা:ঐতো যারা বোঝে, ওদেরকে কিছুটা বলি। সবাইকে বুঝায়ে বলা হয়না। অনেকেকে একবারে ডাইরেকলি বুঝায়ে বলতে পারি জিনিসটা। ভাই, এন্টিবায়োটিকটা দিন দিন কেন এরকম দুরহ হয়তেছে, আমাদের কাজ কেন করতেছেনা। আমি বলি। কেউ বোঝে, কেউ বোঝেনা।

প্রশ্নর্কতা তো মানে কোন নির্দিষ্ট রোগীকে এন্টিবায়োটিক দেওয়া হবে কি হবেনা, এটা একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়। এই সিদ্ধান্তটা আপনি কিভাবে নিয়ে থাকেন নিজে নিজে? যে এটা ডিসিশান, এটা কিভাবে নেন যে আমি তাকে এন্টিবায়োটিক দিবো কি দিবোনা।

উত্তরদাতা:এটা, আমার এখানে তো পেশেন্ট আসে ডেন্টালের। আর যেটা এলাকার ক্ষেত্রে আসে, পেটের প্রবলেম যেটা। সেক্ষেত্রে তো এই নরমাল আমরা যেটা দিই, হয় সিপ্রোফ্লক্সাসিলিন নয়তো ঐযে নরমাল আপনার কি বলে মেট্রোনিডাজল। এতেই পেটের সমস্যাগুলি

ইয়ে হয়। মেট্রোনিডাজলের ক্ষেত্রে হচ্ছে পেটের সমস্যা যাদের হয়, ওদের মেট্রোনিডাজলই যথেষ্ট। আর আসলে হয়ছে কি এসব ছোটখাটো এন্টিবায়োটিকগুলি, এগুলি আমাদের কাছে আসাও লাগেনা। মানে কাষ্টমার এসে বলে, অনেক ক্ষেত্রে এসে বলে যে ভাই, একটা এমোডিস দেন। আমরা আর জিজ্ঞেস করিনা। যে এটা কিজন্য নিতেছেন। আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, কিছু জিজ্ঞেস না করে সেল করে দিই। আমরা জানতেও চাইনা যে, কিজন্য। কারন ম্যাক্সিমাম লোক, যারা এটা নেয়, পেটের সমস্যার জন্য। তো এভাবে মাঝেমাঝে বিক্রি হয়।

প্রশ্নর্কতা:মানে আপনি যে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয় যে সে এসে আপনাকে অসুখের বর্ননা দিল। আমি এই সমস্যা। তখন তো আপনাকে একটা ডিসিশান নিতে হয়। যে আমি এন্টিবায়োটিক তাকে দিবো নাকি দিবোনা। নাকি নরমাল ঔষধ দিবো। তো এন্টিবায়োটিক দেওয়ার ক্ষেত্রে

উত্তরদাতা:না। প্রতিটা এন্টিবায়োটিকের তো একটা ফার্মাকোলজি আছে। যে এটা কি ভাইরাস কাজ করে। ঐটা তো, ঐ নলেজটা আছে আমার। ঐ নলেজ থেকে আরকি আমি চিন্তা করি যে এর পেটে কি ফুড পয়জনিং হলো নাকি অন্য কোন সমস্যা হলো। এটা ওর কাছ থেকে ডেসক্রাইবটা আমি জানি। কি সমস্যা, কি খায়ছিলেন বা কয়বার বাথরুম হয়ছে। পেটে ব্যথা হয় কিনা, বমি হয়ছে কিনা, এটা ওর কাছ থেকে জেনে তারপর আমি ডিসিশানটা নিই। যে সম্ভবত এই প্রবলেমটা হতে পারে কারন একটা সাধারন পাবলিক যখন আসে, ওদেরকে আমরা কোন টেষ্ট দিতে পারবোনা। সে অধিকার আমাদের নাই। আমরা ডাক্তার না। দেখা যায়, সে আসছে, তার পাতলা পায়খানা, পেটে ব্যথা হয়তেছে। এটার জন্য সে একটা ঔষধ নিতে আসছে। এখন তারে যদি বলি আমি টেষ্ট করেন, এই করেন, সেই করেন, সম্ভব? বাংলাদেশের ক্ষেত্রে। তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় আমি আমার নিজের যতটুকু নলেজ আছে যে, কি কারনে হতে পারে, কোন ভাইরাসটা, ই কোলাই নাকি অন্য কোন ভাইরাস ওকে এটাক করলো। ফুড পয়জনিং এর কিছু ভাইরাসগুলি আছে। তখন ঐটার সাথে ফার্মাকোলজিটা মিলায় দেখি যে কোন এন্টিবায়োটিকটা দিলে এরজন্য বেষ্ট হবে। ঐ নিজে একটা হিসেব করে আরকি।

প্রশ্নর্কতা:মানে কোন সময় সমস্যা বা চ্যালেঞ্জ ফেস করেছেন যে আসলে কি এটা দিবো নাকি ইয়ে করবো

(১৫:০০ মিনিট)

উত্তরদাতা:হ্যা। সেরকম তো হয়। প্রতিটা পেশেন্টের ক্ষেত্রে চিন্তা করতে হয়। যে বয়সের একটা হিসাব আছে। তারপরে এর মাত্রাটা কিভাবে দিবো, একটু হিসাব নিকাশ করেই দিতে হয়। হুট করে দিইনা। মানে এন্টিবায়োটিকের ক্ষেত্রে সাবধানে থাকি।

প্রশ্নর্কতা:মানে আপনি কি মনে করেন এন্টিবায়োটিকের দাম বা বাজারমুল্য যেটা সাধারন জনগনের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে আছে? সেটা কি মানে তার সীমার ক্ষমতার মধ্যে আছে, কেনার ক্ষমতা?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিকটা আমি মনে করি বাংলাদেশের যে বাজারদরটা ঠিকই আছে।

প্রশ্নর্কতা:মানে প্রাইসটা কি বেশী নাকি কম?

উত্তরদাতা:না। আমি মনে করি মানুষের ক্রয় সীমার মধ্যেই আছে।

প্রশ্নর্কতা:মধ্যে আছে। মানে কেন মনে হয় যে ক্রয় সীমার মধ্যেই আছে।

উত্তরদাতা:কারন একটা জিনিস কি, এন্টিবায়োটিকের দাম যদি কমে, দেখা যায় যে, এর ইউজটা আরো এভেইলএবল হবে। এটা এভেইল ইউজ করার জিনিস না। আমার একটা জিনিস দরকার নাহলে আমি শুধু শুধু খাবো কেন।

প্রশ্নর্কতা:কিন্তু এমনে প্রাইসটা কি কম্পেরেটিভলি সাধারন ঔষধ আর এন্টিবায়োটিক, দুইটার মধ্যে কি মানে ডিফারেন্স কি আছে?

উত্তরদাতা:প্রাইসের ক্ষেত্রে?

প্রশ্নর্কতা: প্রাইসের ক্ষেত্রে।

উত্তরদাতা:না। প্রাইসের ক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিক এর চেয়েও তো অনেক দামী ঔষধ আছে। সে হিসাবে আমি মনে করি এন্টিবায়োটিক এরকম দাম না বাংলাদেশে। ঠিকই আছে।

প্রশ্নর্কতা:একজন পেশেন্ট বা ভোক্তা যখন আপনার কাছে যে পরিমান টাকা এন্টিবায়োটিক কেনার জন্য ব্যয় করতেছে, সে পরিমান সুযোগ বা বেনিফিট কি সে পায়?

উত্তরদাতা:এটা আসলে এখন বলতে পারিনা, এখন আসলে কতটুকু এটা থেকে প্রফিট পায়। এক সময় ছিল, এখন আসলে আমি স্যাটিসফাই হতে পারিনা এন্টিবায়োটিক নিয়ে।

প্রশ্নর্কতা:কেন?

উত্তরদাতা:ঐযে ইউজটা ঐভাবে প্রপারলি হয়না। এন্টিবায়োটিক ইউজ প্রপারলি হয়না। অনেক পেশেন্টই আছে, আমি বলে দিই এত ভালোভাবে, তারপরও ওরা ইউজ করেনা। তিনটা চারটা শেষ করে দেখা যায়, ওর একটা ঘা ছিল, শুকায় গেছে। ছেড়ে দেয়

প্রশ্নর্কতা তো পরবর্তীতে তার কোন সমস্যা হয়?

উত্তরদাতা:পরবর্তীতে তার শরীরে তো এটা ছড়ায়ে যায় অবশ্যই।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে রোগটা কি ভালো হচ্ছেনা তাহলে?

উত্তরদাতা:সাময়িকের জন্য। আবার কিছুদিন পরে সে আসে। তখন আমি জিজ্ঞেস করি, ঔষধটা শেষ করেছিলেন? না। এজন্যই এই সমস্যাটা হয়েছে। এরকম হয় অনেক। বিশেষ করে দাঁতের পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমার এখানে দাঁতের পেশেন্টই বেশী আসে। ওদের আরকি এক্সাম্পলগুলি আপনাকে দিতেছি। ওদের এই সমস্যা আরকি তো দেখা যায় কিছু পেশেন্ট আছে। ওরা টোটাল কোর্স শেষ করেনা। ঐ ক্ষেত্রে কিছুদিন পরে আবার সমস্যা হয়। ঐ স্কেলিং করে দেয় ডাক্তার। স্কেলিং করলে তো মাড়িতে কাঁটাছেড়া হালকা হয়। ঐক্ষেত্রে আবার অনেকের ঘাও থাকে। ওদের নিয়ম হচ্ছে ওদের ব্লাডটা বের করে এন্টিবায়োটিক দেয় ডাক্তার। দিলে এটা মাড়ি পুনরায় শুকায়ে যায়। তো ঐ দেখা যায় একটা দুইটা তিনটা খাওয়ার পরে আর ওরা খাযনা। ছেড়ে দেয় ঔষধটা। পরে এই সমস্যা আবার বাড়ে।

প্রশ্নর্কতা:তো মানে লোকজন সাধারনত কিভাবে এন্টিবায়োটিক নিয়ে থাকে? মানে তারা কি এন্টিবায়োটিক ঔষধের পুরো কোর্সই সম্পন্ন করে নাকি তারা মানে পুরো ডোজটাই কি কিনে এবং পুরোটাই ইউজ করে? বেশীরভাগ?

উত্তরদাতা:বেশীরভাগ ক্ষেত্রে আমি খার্টি সেভেন্টি বলবো। যে হয়তো সেভেন্টি পারসেন্ট ইউজ করে। থার্টি পারসেন্ট ছেড়ে দেয়।

প্রশ্নর্কতা:ঔষধ কেনার সময় কি তারা ফুল কোর্স কিনে নাকি অল্প করে কিনে?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক এর ক্ষেত্রে দুই ধরনের পেশেন্ট। একটা হচ্ছে প্রেসক্রিপশন নিয়ে আসে। প্রেসক্রিপশন নিয়ে আসলে দেখা যায় অনেকে প্রেসক্রিপশন দিলে এখানে ডাক্তার দশটা লিখছে। আমি আগে পাঁচটা নিছি। আমাকে আর পাঁচটা দেন। আমি বলি, ঠিক আছে। এটা আপনার দায়িত্ব। আপনি আগে পাঁচটা কিনছেন নাকি না কিনছেন, সেটাতো আমি জানিনা। আমাকে পাঁচটা বলছে পাঁচটা। এটা ডাক্তারের দায়িত্ব। আমার কাছে যেটা আসে, আমি তো প্রথমে বললাম যে, আমি তাকে ফার্স্টে জিজ্ঞেস করি। আপনাকে ঔষধ যদি এটা নেন, আপনাকে ফুলকোর্স শেষ করতে হবে। এবার আমি তিনটা দিই, সাতটা দিই, দশটা দিই, এটা আমার ব্যাপার। কিন্তু আপনার পুরোটা নিতে হবে। আর যদি বাকী অর্ধেক দিলে আর নেয়না পরে। পাঁচটা দরকার, এখন আমি তিনটা দিলাম। দুইটা আর পরে নেওয়া হয়না।

প্রশ্নর্কতা:কিন্তু তার যদি আথিক ফিন্যান্সিয়াল অবস্থা ভালো না হয়

উত্তরদাতা:ঐটা তখন বলি, তাহলে আপনি ডাক্তারের কাছে যান। আমি দিতে পারবোনা।

প্রশ্নর্কতা: তখন তারা কি বলে?

উত্তরদাতা:আমি আগেই সাবধান করে দিই যে আপনি প্যারাসিটেমল যখন তখন খায়তে পারবেন। প্রেসক্রিপশন এন্টিবায়োটিক নিয়ে আপনি কোন খেলা করতে পারবেন না। এটা ভালো আবার এটার কারনে আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো। এটা বিজ্ঞানীরা বলতেছে অলরেডি।

প্রশ্নর্কতা:মানে এই কথাগুলো পেশেন্টকে বলেন?

উত্তরদাতা:হ্যা। আমি বলি। যে এন্টিবায়োটিক আমাদের বাঁচায়তেছে কিন্তু একশো বছর পরে নাকি এন্টিবায়োটিক এর জন্য মানুষ উল্টা মারা যাবে। কারন ভাইরাসগুলি এমনভাবে রেজিস্ট্যান্স হবে যে কোন এন্টিবায়োটিক এ হবে না আর। গত দুই চার বছরে কিন্তু ঐরকম উল্লেখযোগ্য এন্টিবায়োটিক আসে নাই। তো এটা দিয়ে আমরা কি বুঝতেছি। এক সময় এজিথ্রোমাইসিন, সেফিক্সিম এগুলি এখন আমরা রেজাল্ট পাচ্ছি। আর দুই চার বছর পর যেয়ে এগুলিও রেজিস্ট্যান্স হবেনা,তার গ্যারান্টি কি। তখন কি করবো আমরা। ঐরকম কোন এন্টিবায়োটিক বাংলাদেশে নাইও। সেজন্য বুঝায়ে বলি দেখেন, নিজেদের ক্ষতি নিজেরা কইরেন না। এক সময় আপনার উপর এটা কাজ করবে না। তখন কি করবেন। বুঝায়ে বলি। বুঝায়ে বললে বুঝে অবশ্যই।

(২০:০০ মিনিট)

প্রশ্নর্কতা:বুঝে? মানে আপনি যখন ভার্বালি তাদেরকে এন্টিবায়োটিক মানে অন্যান্য ঔষধের চেয়ে এন্টিবায়োটিকটা কি বেশী প্রেসক্রাইব করে থাকেন নাকি সাধারন ঔষধ বেশী দিয়ে থাকেন রোগীদেরকে? আপনি যখন

উত্তরদাতা:নরমাল। এন্টিবায়োটিক কম।

প্রশ্নর্কতা: কেন নরমালটা বেশী দেন কেন? প্রেসক্রাইব করেন কেন বেশী?

উত্তরদাতা:নরমাল বলতে আমার এলাকার যে দোকান, এখানে এন্টিবায়োটিক যার দরকার নাই তাকে শুধু শুধু দেওয়ার দরকার নাই। যেসব কাজের জন্য আসে, এখন শীত আসতেছে। এখন দেখা যাবে, ঠান্ডার জন্য সিরাপ, এসব ঔষধই বিক্রি চলে। প্যারাসিটেমল, গ্যাষ্ট্রিকের ঔষধ, পেইন কিলার এগুলিই চলে আরকি। এন্টিবায়োটিক আমি সহজে দিইনা কাউকে। যদিও জ্বর নিয়ে কেউ আসে, আমি বলি প্যারাসিটেমল চালান। তিনবেলা প্যারাসিটেমল খান। ঐটা দিয়ে চলুক। তারপরও যদি সমস্যা বেশী হয়, তাহলে আইসেন। দেখি কি করা যায়। দেখা যায় অনেকের তিনদিন চারদিন পরে আসেনা। হয়তো অনেকে ডাক্তারের কাছে যায়। আমার কথা যে আমার পেশেন্ট কম আসুক, সমস্যা নাই। কিন্তু উল্টা পাল্টা ঔষধ দিলে সমস্যা। ব্যবসাটা তো বড় কথা না। আমার ভাই এটা মেইন ব্যবসা না। আমি তো ফার্স্টেই বলছি, আমার ব্যবসা এটা না। আমি তো ফ্রি ল্যান্সিং করি। আর আমার ভাই একজন আছে আয়ারল্যান্ডে। চাকুরীতে যোগদান করার জন্য আমি ঐখানে চলে যাবো ।

প্রশ্নর্কতা তো অনেক ভালো লাগলো শুনে। তো যেটা বলতেছিলাম সেটা হচ্ছে যে তাহলে আপনি অন্য ঔষধের সাথে এন্টিবায়োটিক এর, সাধারন ঔষধ এবং এন্টিবায়োটিক এর যে ডিফারেন্স এটা নিয়ে আমরা একটু আগে বলতেছিলাম। যদি কয়েকটা ডিফারেন্স বলেন।

উত্তরদাতা:প্রাইস তো আমি বললাম যে আমার মতে এন্টিবায়োটিক এর প্রাইসটা ঠিক আছে। এটা মডারেট। ডিফারেন্স সাধারন ঔষধ যেমন পেউন কিলার। পেইন কিলারের কাজ হচ্ছে ব্যথাটা কমানো। প্যারাসিটেমল হচ্ছে যে জ্বরের জন্য ইউজ করি বা এগুলির সাথে যদি আমি তুলনা করি, তাহলে এন্টিবায়োটিক হচ্ছে সর্ম্পূণ ভিন্ন একটা ঔষধ।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। ঐটার কাজটা কি আসলে?

উত্তরদাতা:ঐটার কাজ হচ্ছে আমার শরীরে যদি কোন ভাইরাসের বা কোন ব্যাক্টেরিয়ার যদি ইনফেকশন হয়, ইফেক্টেড হয় কোন জায়গা, ঐসব ক্ষেত্রে ঐটা আপনার প্রতিষেধক হিসেবে ইউজ করে। তো এটার কাজ আমি মনে করি অন্যরকম। অন্যান্য ঔষধের থেকে এটার কাজটা ভিন্ন। সেটাই আরকি।

প্রশ্নর্কতা:আর কোন ডিফারেন্স কি আছে?

উত্তরদাতা: আমি তো এটা ফার্স্টেই বলেছিলাম যে এন্টিবায়োটিক অবশ্যই একটা নির্দিষ্ট কোর্স আছে। কারন টুয়েন্টি ফোর আওয়ারস একটা সাইকেল আছে। ঐটা শেষ করার মাথায় যদি আরেকটা না হয়, তখন ঐটা ঐভাবে কাজ করবেনা ঔষধটা। কিন্তু অন্যান্য ঔষধের ক্ষেত্রে এমন না। প্যারাসিটেমল বা পেইনকিলার। এগুলি দেখা যায় আপনি একটা ডোজ একটা মাত্রায় খেলেন, আপনার ভালো হয়ে গেল। ব্যথা কমলো বা অন্য যা হলো। কিন্তু এন্টিবায়োটিক খেলে এরকম হবেনা। ঐটার একটা ফুলকোর্স আপনার কমপ্লিট করতে হবে।

প্রশ্নর্কতা: লোকে কি প্রেসক্রিপশন ছাড়া এন্টিবায়োটিক আপনাদের কাছে চায়? মানে কোন প্রেসক্রিপশন ছাড়া চায়, বলে যে , এন্টিবায়োটিক দেন।

উত্তরদাতা:হ্যা। অনেকেই এসে বলে।

প্রশ্নর্কতা:সেক্ষেত্রে আপনি কি করেন?

উত্তরদাতা:এন্টিবায়োটিক বলতে কি, তারা নামই বলে। ভাই, জিম্যাক্স আছে? যেটা বললাম, মেট্রোনিডাজল তো এভেইলএবল চলতেছে। ঐটা তো কথার ইয়ে নাই। জিম্যাক্স আছে বা সেফিক্সিম আছে, সেফ্রাডিন আছে, ফাইমক্সিল আছে, এসে নাম বলে। তো আমরাও অনেক সময় আসলে ঝোঁকের মাথায় দিয়াও দিই। সত্যি কথা যেটা, দিয়া দিই। হ্যা, ভাই জিম্যাক্স আছে। কয়টা লাগবে, জিজ্ঞেস করি। এখন সে কি নিজেই ডাক্তারি করতেছে নাকি তাকে কোন ডাক্তার প্রেসক্রাইব করে। অনেক সময় কাষ্টমারকে জিজ্ঞেস করলে কাষ্টমার রাগ হয়। আপনার কাছে ঔষধ চাইছি, ঔষধ দেন। আমি বলি, ঠিক আছে। তেমন কিছু আর বলিও না।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এবার একটু ঝুঁকি সর্ম্পকিত বিষয়গুলি নিয়ে একটু কথা বলতে চাচ্ছি। আপনি কি মনে করেন এন্টিবায়োটিকগুলা রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে কার্যকরী ভুমিকা পালন করে?

উত্তরদাতা:হ্যা। অবশ্যই।

প্রশ্নর্কতা:মানে কি কি উপায়ে এটা কাজ করে এন্টিবায়োটিকটা? যখন একজন পেশেন্ট এন্টিবায়োটিক খাচ্ছে, সেটা কিভাবে কাজ করছে?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিকটা যখন সে নির্দিষ্ট কোন গ্রুপের এন্টিবায়োটিক যখন খায়, তার শরীরে সাপোজ সে যদি টাইফয়েডের জন্য একটা এন্টিবায়োটিক ইউজ করলাম। টাইফয়েড ভাইরাসটাকে প্রতিরোধের জন্যই তো এন্টিবায়োটিক ইউজ করা হয়। তো এসবের জন্য এন্টিবায়োটিক খায়।

প্রশ্নর্কতা:খাচ্ছে। খাওয়ার পর যখন হিউম্যান বডিতে এন্টিবায়োটিকটা ঢুকতেছে। ঢুকে ঐটা কিভাবে কাজ করতেছে? কি কি উপায়ে কাজ করতেছে শরীরের মধ্যে?

উত্তরদাতা:এখন ঐটা তো বায়োলজিক্যাল একটা ইন্টাররেকশন । এন্টিবায়োটিক ট্যাবলেটের ভিতর যে এন্টিবডিটা ঐটা ভাইরাসের ভিতরে যে নির্দিষ্ট কিছু কোষ আছে, ঐ কোষগুলাকে ধ্বংস করে। ধ্বংস করে সেখানে ভাইরাসটা মারা যায়। এভাবে তো এন্টিবায়োটিক কাজ করে, আমরা যেটা জানি আরকি।

প্রশ্নর্কতা: কোন কোন রোগের ক্ষেত্রে এটা কাজ করে? কয়েকটা রোগ যদি বলেন।

উত্তরদাতা:টাইফয়েড আছে, ম্যালেরিয়া তারপর গনোরিয়া এইতো এসব

প্রশ্নর্কতা: আর কিছু?

উত্তরদাতা: আপনার যে কোন অপারেশনের জন্য, কাটার জন্য বা ইনফেকশনের জন্য দেখা যায় যে, সেক্ষেত্রে তো অবশ্যই লাগবে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। মানে এন্টিবায়োটিক এর যে গ্রুপ আছে, এদের মধ্যে কোন গ্রুপের ঔষধটা সবচেয়ে ভালোভাবে কাজ করে বলে আপনি মনে করেন?

উত্তরদাতা:এখন বর্তমানে যেটা মানে বেশী লিখতেছি সেফাডক্সিল, সেফিক্সিন, এজিথ্রোমাইসন। এই তিনটাই আমার মতে এখন ভালো কাজ করে।

প্রশ্নর্কতা:আপনি কি মনে করেন যে এন্টিবায়োটিক এর কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বা সাইড এফেক্ট আছে?

উত্তরদাতা: হ্যা। মাথা ঘুরাবে। শরীর দুর্বল লাগবে। ঝিমানি আসে অনেক সময়। আবার এইযে এজিথ্রোমাইসিনের ক্ষেত্রে যেটা বললাম যে, শরীরে পানি আসে। এটা আমি অনেক আগে থেকেই এটা দেখতেছি। প্রায় পাঁচ ছয় বছর আগে থেকেই এটা দেখতেছি। এজিথ্রোমাইসিন খেলে পানি আসে। এগুলি বেশী দেখা যায় সাধারনত।

প্রশ্নর্কতা:ইদানিং কি পেশেন্টরা মানে বলে যে এই ধরনের সমস্যাগুলো শুনেন ইদানিং?

উত্তরদাতা:হ্যা। কিছুদিন আগে একটা পেশেন্ট আসছিল। ঐটা এজিথ্রোমাইসিন দেওয়ার পরে একটা খায়ছিল। একটা খাওয়ার পরে শরীরে পানি চলে আসছে। ফুলে গেছে শরীর। তো সকালবেলা আসছিল, বলতেছে এই অবস্থা। আমি বলছি আরকি এটা বন্ধ রাখেন।

(৩০:০০ মিনিট)

প্রশ্নর্কতা: তাহলে এইযে মানে সাইড এফেক্ট যাতে না হয়, এটা কিভাবে মোকাবিলা করেন? এটা কিভাবে ফেস করেন?

উত্তরদাতা:এজন্য আসলে আমাদের কি করার আছে? আমি পারসোনালি যেটা করি যে, প্রবলেম দেখা যায় শুধু এজিথ্রোমাইসিনটাতেই হয়। ঐ ক্ষেত্রে আমি গ্রুপটা চেঞ্জ করে দিই। আরেকটা গ্রুপ দিই।

প্রশ্নর্কতা:তখন কোন গ্রুপ দেন আবার।

উত্তরদাতা:সেফিক্সিমটা দিই।

প্রশ্নর্কতা:এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স এই শব্দটা নিয়ে আমরা অনেকক্ষন কথা বলেছি আগেও। তো একটু যদি বলেন যে, এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স জিনিসটা অঅসলে কি? আমাকে ইন ডিটেইলস খুলে বলেন।

উত্তরদাতা:রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে আমরা যখন একটা এন্টিবায়োটিক খাই, তখন যে ভাইরাসটা ভিতরে যে কোষগুলি আছে, প্রোটিন কোষ, ঐটাকে কাজ হচ্ছে এন্টিবায়োটিক ঔষধটা ঐটাকে ধ্বংস করা। তো এন্টিবায়োটিক একটা টোয়েন্টি ফোর আওয়ারস যে সাইকেলটা, যে টুয়েন্টি ফোর আওয়ার ও কাজটা চালাতে পারবে। এরপর যখন আমি পরবর্তী ডোজটা না নিই, আমি ডোজটা ইনকমপ্লিট রাখলাম,

তখন দেখা যায় , ভাইরাসটা ঐ এন্টিবডির জন্য শরীরে একটা রেজিস্ট্যান্স তৈরী করে। আরো শক্তিশালী হয়। যে কারনে পরবর্তীতে ঐ এন্টিবায়োটিকটা এই রেজিস্ট্যান্সের উপরে আর ঐভাবে কার্যকরীভাবে কাজ করতে পারেনা। এটাই।

প্রশ্নর্কতা: মানে কি কারনে এন্টিবায়োটিকটা রেজিস্ট্যান্স হয় মানে কিজন্য হচ্ছে এটা রেজিস্ট্যান্স। আমরা বলিনা যে এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স হয়ে যাচ্ছে। কেন রেজিস্ট্যান্স হয়ে যাচ্ছে?

উত্তরদাতা:এইযে প্রপার ইউজ না করার কারনে।

প্রশ্নর্কতা: ভাই, প্রপার ইউজ বলতে কি, একটু যদি খুলে বলেন।

উত্তরদাতা:কমপ্লিট, ডোজ কমপ্লিট করেনা।

প্রশ্নর্কতা: আপনার অভিজ্ঞতা থেকে, আচ্ছা। তো এই এন্টিবায়োটিকটা রেজিস্ট্যান্স যাতে না হয়, এজন্য এটা বন্ধ করার জন্য আমরা কি করতে পারি আসলে?

উত্তরদাতা:প্রপার ইউজ করতে হবে। এখন ডাক্তার বুঝায় দিল। আমরা ফার্মাসিস্ট বুঝায় দিলাম। আমরা সবই করলাম। এখন তাদেরতো তিনবেলা ঔষধ খাওয়াতে পারবোনা আমরা বাড়িতে গিয়ে। এটা তাদের দায়িত্ব। লোকজনের ভিতরে সচেতনতা বাড়াতে হবে। এন্টিবায়োটিকের খারাপ দিকটা তুলে ধরতে হবে। যে এটা যদি আমরা প্রপার ইউজ না করি তাহলে আমাদের জেনেরেশন এটা দিয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হবে বা আমরা হচ্ছি। এটা তাদেরকে খুব ভালোভাবে বোঝাতে হবে। আমাদের দেশে এখনো ম্যাক্সিমাম লোক অনেক কিছুই জানেনা। শিক্ষিত না। এই নলেজটা ওদের মধ্যে থাকলে আশা করি প্রপার ইউজ হবে। এন্টিবায়োটিকটা সেফ থাকবে সবার জন্য।

প্রশ্নর্কতা:সঠিক নিয়ম নির্দেশনা অনুযায়ী এন্টিবায়োটিক সেবনের চ্যালেঞ্জ সমুহ কি কি মানে ধরেন প্রপার টাইম মেইনটেইন করে খাওয়া বা আপনি যে এন্টিবায়োটিক ডক্টর বা ভার্বালি প্রেসক্রাইব করতেছেন, একটা নিয়ম তো বলে দিচ্ছেন তাদেরকে। বা ডক্টর প্রেসক্রিপশনে লিখে দিচ্ছে। এইযে নিয়ম বা টাইমিং এটা মেইনটেইন করে খায়তে গিয়ে মানে একজন পেশেন্ট কি কি ধরনের চ্যালেঞ্জ ফেস করে তারা?

উত্তরদাতা:ম্যাক্সিমামই ভুলে যায় ঔষধ খেতে। ভুলে যায়, এই হচ্ছে প্রবলেম। এজন্য দেখা যায় সাথে যদি কেউ আসে, আমি তাদেরকেও বলে দিই যে আপনি যদি তার ফ্যামিলির লোক হন, যদি বয়স্ক হয়, মনে করে ঔষধটা তাকে দিয়েন। এটা যেন কোনভাবেই গ্যাপ না যায়। গ্যাপ গেলে কিন্তু তার ক্ষতি হবে। যারা মনে করে ক্ষতি হবে, তারা তো কয়। অনেকে কয়ও না। সমস্যা হচ্ছে এখানে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এখণ একটু নীতিমালা সর্ম্পকিত বিষয় সমুহ নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছিলাম। সেটা হচ্ছে সাধারন ঔষধে বা বিশেষ করে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার পর্যবেক্ষন করে এমন কোন পর্যবেক্ষক বা নিয়ন্ত্রনকারী সংস্থা সর্ম্পকে আপনি জানেন? এনে এই এন্টিবায়োটিক এটা যারা দেখভাল করে বা ইয়া করে?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা: এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের সাথে সর্ম্পকিত এমন কোন সরকারি নীতিমালা সর্ম্পকে কি আপনি জানেন? কোন সরকারি নীতিমালা আছে কিনা।

উত্তরদাতা:না। সরকারি নীতিমালা নাই।

প্রশ্নর্কতা:আপনার কাছে কি মনে হয় এন্টিবায়োটিক বিক্রির জন্য একটা নীতিমালা বা নৈতিক আচরন বিধির প্রয়োজন আছে?

উত্তরদাতা:অবশ্যই। এটাতো দরকার।

প্রশ্নর্কতা:এটা কেন দরকার? একটু যদি খুলে বলেন।

উত্তরদাতা:এটা আমাদের সেফটির জন্যই। আমাদের সবার সেফটির জন্য দরকার। কারন এন্টিবায়োটিক এর যেমন ইচ্ছা তেমন ব্যবহার করা এটা আসলে ক্ষতি। একটা সময় দেখা যাবে, শুরুতে বলেছি যেটা কাজ করবেনা আস্তে আস্তে। আমরাই দুর্বল হয়ে যাচ্ছি। ভাইরাস ব্যাক্টেরিয়া শক্তিশালী হয়ে যায়তেছে।ওদেরকে ধ্বংস করার জন্য হলো আমাদের শক্তিটা বাড়াতে হবে। আর আমাদের শক্তি মানে আমাদের এন্টিবায়োটিক এর প্রপার ইউজ করতে হবে। ৩৫:০০

প্রশ্নর্কতা:আপনি কি মনে করেন কিছু মানে এই ধরনের দোকানদার বা সেবাদানকারী আছে যারা অযৌক্তিকভাবে এন্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করে থাকে?

উত্তরদাতা:এভেইলএবল আছে।

প্রশ্নর্কতা:মানে কেন আপনার কাছে সেটা মনে হয় যে মানে এভেইলএবল এই ধরনের?

উত্তরদাতা:অনেকে করতেছে একটা জিনিস হচ্ছে যে আমরা নরমাল যারা ঔষধ সেল করি মানে অন্যান্য ঔষধের চেয়ে এভেইলএবল আছে এর দামটা একটু বেশী থাকে। দেখা যায় দুইটা নাপা নিল। খুব অল্প দাম। আবার একটা এন্টিবায়োটিক থেকে লাভও করা যায় অনেক। সেক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রয়োজন নাই। তারপরও সে এন্টিবায়োটিক ধরায় দিছে ব্যবসার জন্য, লাভের জন্য। এটাই বেশী হয়।

প্রশ্নর্কতা:তো আপনি কি মনে করেন রোগীর লাভের চেয়ে সরবরাহকারীর মানে যিনি দোকান থেকে এন্টিবায়োটিকটা বিক্রি করতেছেন, তার আর্থিক লাভের জন্য প্রেসক্রিপশনে এন্টিবায়োটিক লেখা হতে পারে? মানে যেটা বলতেছিলেন আমাকে, সে নিজেই ফিন্যান্সিয়ালি বেনিফিটেড হওয়ার জন্য মানে

উত্তরদাতা:যদি ডাক্তার লিখে তাহলে ভিন্ন কথা। আর যদি কোন দোকানদার মানে ফার্মাসিস্ট বা যেই হোক, দিয়ে থাকে, অনেকে লাভের জন্য দেয়, অনেকে বুঝে দেয়। সবাইকে তো আর একভাবে মাপা যাবেনা। অনেকে আছে লাভের জন্য দেয়।

প্রশ্নর্কতা: লাভের জন্য দেয়?

উত্তরদাতা:হ্যা। তার বেশী সেল হলো।

প্রশ্নর্কতা: আপনি কি মানে ভোক্তার অধিকার সর্ম্পকে জানেন? মানে কনজিউমার রাইটস?

উত্তরদাতা:কিছুটা।

প্রশ্নর্কতা:যদি একটু বলেন যে আসলে ব্যাপারটা কি মানে

উত্তরদাতা:ভোক্তার অধিকার হচ্ছে যে আমি যদি কোন কনজিউমার প্রোডাক্ট যদি আমি ইউজ করি, সেটা যদি কোন ভেজাল জিনিস ইউজ করা হয় মানে যেটা আমার শরীরের জন্য ক্ষতিকর, তাহলে আমি অবশ্যই সেটা আমি মানে তাকে টাচ করার অধিকার আছে। এই ধরনের বিষয়।

প্রশ্নর্কতা:একটি প্রেসক্রিপশনে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার, যথাযথ পরার্মশ, এডভাইজটা যাতে লেখা হয়, তার জন্য কি ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন? মানে একটা প্রেসক্রিপশনে এন্টিবায়োটিকের ইউজটা, রিলেভেন্ট ইনফরমেশনগুলা, যাতে প্রপারলি লেখা হয়, সেজন্য কি ধরনের ইনেশিয়েটিভ পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে? মানে আপনার অভিজ্ঞতার আলোকে যদি একটু বলেন।

উত্তরদাতা:এটা যদি ডাক্তার লিখে দেয়, তো ডাক্তার তো নিয়ম এটা লিখেই দেয়, এটা এভাবে ইউজ করতে হবে।

প্রশ্নর্কতা:মানে আর কি কি পয়েন্ট থাকতে পারে আপনি যদি একটু নিজের আলোকে নিজেই বলেন যে এমনি তো দেখেন

উত্তরদাতা:ডিটেইলসটা লেখা থাকবে। ঔষধের নাম পাশে লিখলো। লেখার পরে এইপাশে কয়বেলা খাবে, কতদিন খাবে, ডিটেইলসটা যদি লেখা থাকে, সেটাই যথেষ্ট রোগীর জন্য।

প্রশ্নর্কতা:মানে যা আছে, আমরা সচরাচর প্রেসক্রিপশনে দেখি, এর বাইরে কি আরো কিছু এড করা প্রয়োজন মানে এন্টিবায়োটিক লেখার ক্ষেত্রে? ডদক নির্দেশনা বা

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক এর ক্ষেত্রে আসলে একটা ঐযে সিগারেটের প্যাকেটে থাকে না সতর্কীকরন, ঐরকম কিছু দেওয়া দরকার। প্রতিটা এন্টিবায়োটিক লেখার আগে এটাও লেখা দরকার; যেন রোগী দেখলে বুঝে যে, না, এটা আমার জরুরী বার্তা।

প্রশ্নর্কতা:মেসেজটা কি হতে পারে?

উত্তরদাতা:মেসেজ বলতে কি, যেকোন ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনে অন্তত টাইপিং করে লেখা থাকবে যে, সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরন যে, এন্টিবায়োটিক সঠিকভাবে ইউজ করেন এবং ডাক্তারের পরার্মশ অনুযায়ী সঠিকভাবে ব্যবহার করেন।:তাহলে রোগী তো কিছুটা সচেতন হবে। যে অন্য কোন ঔষধের কথা তো বলে নাই। এন্টিবায়োটিক এর কথা বলছে।

প্রশ্নর্কতা: তাহলে আপনি কি মনে করেন মানে ড্রাগ বা ঔষধ কোম্পানিগুলা মেডিসিন কোম্পানি যেগুলা আছে, রোগীদের এন্টিবায়োটিক ব্যবহারে তারা প্রভাবিত, ইনফ্লুয়েন্স করে? রোগীরা যাতে পেশেন্টরা যাতে এন্টিবায়োটিক ইউজ করে তারজন্য তারা পেশেন্টদেরকে মানে ইনফ্লুয়েন্স করে, প্রভাবিত করে? করতে পারে?

উত্তরদাতা: তারা তো তাদের সব প্রোডাক্টই আমাদের কাছে ঐভাবে দেখায় যে এটা এরকম এটা এরকম। এখন এটা মার্কেটিং করার দায়িত্ব হচ্ছে ডাক্তারের। তো তাদের এন্টিবায়োটিক এর, দশটা এন্টিবায়োটিক আছে, কোনটা ডাক্তার ভালো লিখবে, এটা ডাক্তারই ভালো বলতে পারবে। এক্ষেত্রে আমার মনে হয়না তারা ঐরকম, তারা চিন্তা করে কর্মাশিয়াল হিসাবটা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। লোকজন, পেশেন্ট যারা সাধারনত তারা এন্টিবায়োটিক নেওয়ার জন্য কোথায় যেতে বেশী পছন্দ করে? মানে সরকারি হাসপাতালে, বেসরকারি হাসপাতালে নাকি ফার্মেসিতে

উত্তরদাতা:ফার্মেসিতেই তারা বেশী আসে।

প্রশ্নর্কতা:কেন বেশী আসে?

উত্তরদাতা:এইযে এটা সহজলভ্য, এক আর দিত্বীয় হচ্ছে তারা বর্তমানে হসপিটালটাকে অনেক ঝামেলা মনে করে।

প্রশ্নর্কতা:কেন ঝামেলা মনে করে?

(৪০:০০ মিনিট)

উত্তরদাতা:এইযে ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তার আগে টেষ্ট দিবে। এই টেষ্ট, এই টেষ্ট অনেক টাকার ব্যাপার। এই কারনে আসলে বর্তমানে মানুষ ডাক্তারের কাছে যেতেও ভয় পায়। এই সামান্য একটা জ্বর নিয়ে গেছে। সামান্য না, ধরলাম একটা বড় ধরনের সমস্যাই তার, সে দেখতেছে আমার জ্বর। সে গেছে ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার তাকে কয়েকটা টেষ্ট দিল। সে মনে করে যে আমি ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তারের ভিজিট আছে। টেষ্ট, দেখা যায় তিন চার হাজার টাকা আমার এমনিতেই, তো ঐ ক্ষেত্রে সে ফার্মেসি থেকে কিছু প্যারাসিটেমল, এন্টিবায়োটিক নিল। সাময়িকের জন্য হয়তো ভালো হলো। কিন্তু ক্ষতিটা তো সে বুঝতেছেনা। আমরা ফার্মেসি যারা, অনেক সময় আমরাও বুঝিনা। কমার্শিয়ালি হিসাব করে দিয়ে দিই। ঠিক আছে।

প্রশ্নর্কতা:মানে সমাজেরতো মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, একদম নিম্ন মধ্যবিত্ত অনেক শ্রেনীর লোক আছে। কোন শ্রেনীর লোকগুলো সাধারনত ফার্মেসিতে বেশী আসে।

উত্তরদাতা:নিম্ন মধ্যবিত্ত যারা, ওরাই বেশী আসে। তারপর আসে একটু মিডল ক্লাস যারা। নিম্ন মধ্যবিত্ত যারা, ওরা অত কিছু হিসাব করেনা। ওরা ফার্মেসির উপরেই ডিপেন্ডএবল। ওরা ডাক্তারের কাছে খুব কমই যায়। বড়জোর বড় ধরনের সমস্যঅ হলে সরকারি হাসপাতাল। পরে যদি আরো বেশী লাগে, তখন ওরা । নরমালি ওরা এই ফার্মেসির উপরেই ডিপেন্ড করে।

প্রশ্নর্কতা:মানে মেয়াদোত্তীর্ন যে ঔষধগুলা বিশেষ করে এন্টিবায়োটিকগুলা মানে আপনার কাছে এন্টিবায়োটিকগুলা এক্সপায়ার ডেট চলে যায়, তখন ঐগুলা কি করেন?

উত্তরদাতা:ফেলে দিই। আর কিছু করার নেই।

প্রশ্নর্কতা:মানে ঔষধ কোম্পানি কি নিয়ে যায় নাকি

উত্তরদাতা:না। ঔষধ কোম্পানি নেয়না। ফেলে দিতে হয়। অনেক ঔষধ ফেলে দিতে হয়।

প্রশ্নর্কতা:মানে কোথায় ঔষধগুলা ফেলেন?

উত্তরদাতা:আমি সরাসরি খুলে ড্রেনে ফেলে দিই। এইতো ড্রেন আছে তো এখানে। দোকানের সামনেই তো ড্রেন আছে। ড্রেনে ফেলে দিই। এগুলা সমস্যা আমি জানি। একবার এই নিজের চোখে দেখার পর থেকে এই সমস্যাটা বুঝি।

প্রশ্নর্কতা:মানে কি সমস্যা ছিল, একটু যদি খুলে বলেন?

উত্তরদাতা:আমার একবার, আমার আগে ফার্মেসি ছিল বৌবাজার। আরো বড় ফার্মেসি ছিল। তো ঐখানে আমার, প্রতি মাসেই চেক করি। ঔষধ রিজেক্ট হয়তেছে। তো ঐ আপনার ডুয়েট ছিল, প্যারাসিটেমল। ঐটা দেখি ডেট, অনেক ঔষধ ছিল। ডুয়েটের বক্স বড়। পুরো বক্সটাই আমার। প্যারাসিটেমল। তো অনেকগুলো ঔষধ ছিল। আমি বলি কি এতগুলো ঔষধ, সাথে আরো ছিল। বৌবাজার আমি ফেলতাম রেললাইনের সাইডে। রেললাইনের সাইডে ঐযে খালি জায়গা। খালি বলতে কি ঐখানে ময়লা ফেলে। ঐখানে আমি ফেলে দিয়ে আসছি। ফেলানোর পর টোকাই পোলাপাইন দেখতেছি ঐ ডুয়েটের প্যাকেট খুলে আমার সামনে ফেলায় দিয়ে দাঁড়ায় রয়ছে। কথা বলতেছে। দেখি খুইলা ঔষধগুলি নিতাছে। ওরে আমি ডাক দিছি। দেখি এদিকে আয়। এটা কি। তুই এই ঔষধগুলি নিলি কিজন্য। কয়, এগুলি ঔষধ বাক্স নতুন। বাক্স একেবারে নতুন ছিল। আর ঔষধের স্ট্রিপ তো নতুন। তুই কি জানস, এগুলি ফেলাইছি কিল্লায়গা। পরে বলে ক্যান। আমি বলি এগুলি ডেট নাই। খাবি তো নগদে মরে যাবি। এরপর থেকে চিন্তা করলাম যে, না, এরকম ফেললে আমি আজকে দেখছি। না দেখলে তো সমস্যা হয়ে যেতো। তখন থেকে আমি সবগুলি ফেলে দিই।

প্রশ্নর্কতা:মানে নষ্ট করে দেন?

উত্তরদাতা:স্ট্রিপটা নষ্ট করে দিই। যেন কেউ ধরলে বুঝতে পারে যে , না , এগুলি খোলা। খোলা ঔষধ খায়না। খুইলা ফেলায়া দিবো।

প্রশ্নর্কতা:তো এটা মানে ফেলার জন্য কোন ধরনের মহল্লা থেকে বা সরকারি ভাবে কোন ব্যবস্থা কি আছে নাকি

উত্তরদাতা:না। ঔষধ ফেলার জন্য কোন ব্যবস্থা নাই।

প্রশ্নর্কতা:ব্যবস্থা নাই। মানে আপনার দোকনে কি গরু, ছাগল, হাঁস মুরগি গৃহপালিত পশুপাখির জন্য কোন ধরনের এন্টিবায়োটিক আছে এখানে?

উত্তরদাতা:না। অন্য কোন ঔষধ নাই।

প্রশ্নর্কতা: আপনি কতদিন ধরে এই পেশায় আছেন?

উত্তরদাতা:প্রায় টু থাউজ্যান্ড নাইন, টেন থেকে আছি।

প্রশ্নর্কতা:মানে আজকে সাত বছর রানিং?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:তো এন্টিবায়োটিক বিক্রি বা দেওয়ার জন্য আপনি কোন প্রশিক্ষন বা ট্রেনিং নিছেন কোন জায়গা থেকে?

উত্তরদাতা:হ্যা। ঐ যে ছয়মাসের ফার্মাসিস্ট।

প্রশ্নর্কতা:ছয়মাসের। কোন জায়গা থেকে করছেন এটা?

উত্তরদাতা:গাজীপুর থেকে।

প্রশ্নর্কতা: এটা কি সরকারি নাকি বেসরকারি?

উত্তরদাতা:বেসরকারি। অবশ্য ফার্স্টে শুনছিলাম সরকারি। পরে দেখি, না।

প্রশ্নর্কতা:সার্টিফিকেট দিছে তারা?

উত্তরদাতা: সার্টিফিকেট দিছে।

প্রশ্নর্কতা তো আপনি ঔষধ বিষয়ক কোন পরীক্ষায় অংশ গ্রহন করেছিলেন? মেডিসিন রিলেভেন্ট কোন এক্সামিনেশন, পরীক্ষা?

উত্তরদাতা:ঐখানে পরীক্ষা হয়ছিল।

প্রশ্নর্কতা: ঐখানে পরীক্ষা হয়ছিল। মানে সেটা কি ধরনের পরীক্ষা ছিল? আসলে একটু যদি খুলে বলেন কি ধরনের পরীক্ষা নিতো ঐখানে?

উত্তরদাতা:ঐখানে ছিল বিভিন্ন ভাইরাসের বর্ননা ছিল। কোন ভাইরাসের কিরকম ইন্টারেকশনটা হয়। বিভিন্ন এন্টিবায়োটিকের গ্রুপ তারপরে একেকটা গ্রুপের আপনার ফার্মাসিউটিকেল যে আপনার ইসের প্রসেসগুলি মানে উপাদানগুলি, ঐগুলির উপরে কিছু

প্রশ্নর্কতা: তো আপনি পড়াশুনা কতটুকু করেছেন ভাই?

উত্তরদাতা:আমি মার্স্টাস করছি এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশথেকে। ইংলিশ লিটারেচার।

প্রশ্নর্কতা: আপনার দোকানে কি লাইসেন্স আছে?

উত্তরদাতা:ড্রাগ লাইসেন্স নাই। ট্রেড লাইসেন্স যেটা আছে।

প্রশ্নর্কতা: আপনি কি নিজেই এই দোকানের মালিক?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা: তো ভাইজান আপনাকে এখন একটু কষ্ট দিবো। কোন ধরণের এন্টিবায়োটিক সচরাচর বেশি লিখে থাকেন এবং কেন? আপনি কোন কোন গ্রুপের এন্টিবায়োটিক বেশি প্রেস্ক্রাইব করে থাকেন, প্রথম প্রজন্ম. দ্বিতীয় প্রজন্ম না তৃতীয় প্রজন্মের এ্যান্টিবায়োটিক? আপনি যদি পযায়ক্রমে নামগুলি বলেন, তবে আমি একটু লিখে নিবো।

উত্তরদাতা: ঠিক আছে।

প্রশ্নর্কতা:জ্বী। এটা হচ্ছে এজিথ্রোল। আরো নেন। আমি এগুলো লিখতে লিখতে, সবগুলি লিখে ফেলি। তারপর আমরা

উত্তরদাতা:একটা গ্রুপের দিলাম। না?

প্রশ্নর্কতা:জ্বী। মানে সবগুলা গ্রুপেরই একটা একটা নিলে হবে। এডোরা। নিউফ্লক্সিন।

উত্তরদাতা:মোক্সাসিল। এগুলা কি নিয়ে যাবো?

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। যেটা যেটা হয়ে যাচ্ছে, নিয়ে যান। আর কিছু আছে ভাইজান?

উত্তরদাতা:না। এগুলি মোটামুটি চালাই।

প্রশ্নর্কতা:আর সিরাপ বা ইনজেক

উত্তরদাতা:সেফিক্সিম কি দিছি আপনাকে?

প্রশ্নর্কতা:সেফিক্সিম মনে হয়

উত্তরদাতা:না। সেফিক্সিম দিইনি।

প্রশ্নর্কতা: সেফিক্সিম দেন নাই। আর সিরাপ ফরমে বা ইনজেকশন ফরমে এগুলোর বাইরে অন্য কোন গ্রুপ?

উত্তরদাতা:ইনজেকশনটা নাই।

প্রশ্নর্কতা:অন্য কোন গ্রুপের আছে?

উত্তরদাতা:অন্য গ্রুপের মানে এন্টিবায়োটিক?

প্রশ্নর্কতা: এন্টিবায়োটিক।

উত্তরদাতা:না। আমি এই কয়টা এন্টিবায়োটিক

প্রশ্নর্কতা:এই কয়টাই? চারটা। এক দুই তিন, চারটা। এর বাইরে কি আর কিছু আছে ভাই?

উত্তরদাতা:এর বাইরে ঐযে মেট্রোনিডাজল আছে।

প্রশ্নর্কতা:ঐটা কি এন্টিবায়োটিক? ঐটা তো এন্টিবায়োটিক।

উত্তরদাতা:হ্যা। মেট্রোনিডাজল তো এন্টিবায়োটিক।

প্রশ্নর্কতা:ঐটাও দেন তাহলে।

উত্তরদাতা:হ্যা। ফ্ল্যাজিল। এমোডিস এগুলা সব। আমি একটা একটা কোম্পনি দিতেছি।

প্রশ্নর্কতা:অসুবিধা নাই। যে কোন একটা মানে গ্রুপটা হলেই হচ্ছে। যেকোন একটা ইয়ে হলেই হলো। ফ্ল্যাজিল চারশো এমজি।

উত্তরদাতা:লিব্যাক লিখতে পারেন।

প্রশ্নর্কতা: একটু। বানান অনেক সময় স্পেলিং আমাদের ভুল হয় তো। এজন্য আমরা একটু দেখে লিখি। লিব্যাক।

উত্তরদাতা সেফাডক্সিন তো একটা দিছি।

প্রশ্নর্কতা:ফাইমক্সিল বলছিলেন। ফাইমক্সিলটা লেখা হয় নাই।

উত্তরদাতা: এমোক্সিসিলিন লেখা হয় নাই। না?

প্রশ্নর্কতা: না। এমোক্সিসিলিন লেখা হয় নাই।

উত্তরদাতা: এমোক্সিসিলিন লিখছেন তো। মোক্সাসিলিন লিখছেন না?

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। মোক্সাসিলিন লিখছি।

উত্তরদাতা:ঐটাই তো এমোক্সিসিলিন।

প্রশ্নর্কতা: এমোক্সিসিলিন। ইয়াটা, ফাইমক্সিলটা লেখা হয় নাই।

উত্তরদাতা:না। ফাইমক্সিলও এমোক্সিসিলিন।

প্রর্শ্নকতা:এমোক্সিসিলিন। সেফ্রাডিন।

উত্তরদাতা:সেফ্রাডিন।

প্রশ্নর্কতা:পাঁচশো এমজি।

উত্তরদাতা:পাঁচশো এমজি লিখে দেন। মোটামুটি এগুলি আরকি।

প্রশ্নর্কতা:আর দুই একটা, এই শেলফে কিছু আছে? এটা তো ওরস্যালাইন। এজিথ্রোমাইসিন সিক্স সিরাপ ,না?

উত্তরদাতা:এটা জিংক।

প্রশ্নর্কতা:জিংক। এজিথ্রোমাইসিন সিরাপ। আর কিছু কি আছে ভাই?

উত্তরদাতা:আর মিল্ক অফ ম্যাগনেসিয়া আছে।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। ঐটাও দেন। এটাও এন্টিবায়োটিক?

উত্তরদাতা:না। এটা এন্টিবায়োটিক না।

প্রশ্নর্কতা:না। আমি এন্টিবায়োটিক চাচ্ছি শুধু।

উত্তরদাতা:ও এন্টিবায়োটিক।

প্রশ্নর্কতা:মানে যেগুলো লিখছি,

উত্তরদাতা: ফ্লুক্লাজল আছে।

প্রশ্নর্কতা:ফ্লুক্লাজল তো লিখি নাই মনে হয়। এটা কোন গ্রুপ? সেভেন। এখন এত ঔষধ মানে অনেক সময়

উত্তরদাতা:ফ্লুফ্লক্সাসিলিনও তো লিখেন নাই।

প্রশ্নর্কতা:না।

উত্তরদাতা:এটা লিখেন।

প্রশ্নর্কতা:এটাও লিখি নাই। আর কিছু আছে?

উত্তরদাতা:বের হয়তেছে তো একটার পর একটা।

প্রশ্নর্কতা: সেটাই। মানে সবগুলা শেলফে দেখলে

উত্তরদাতা: সেফ্রোডিন লিখছেন?

প্রশ্নর্কতা:সেফ্রোডিন লিখি নাই মনে হয়।

উত্তরদাতা:দেখেন তো একটু সেফ্রোডিন আছে কিনা।

প্রশ্নর্কতা:না। সেফ্রোডিন তো লিখি নাই মনে হয়।

উত্তরদাতা:লিখেন নাই?

প্রশ্নর্কতা:সেফোডক্সিল লিখি নাই।

উত্তরদাতা: :সেফোডক্সিল না।

প্রশ্নর্কতা: সেফ্রোডিন লিখি নাই।

উত্তরদাতা: সেফ্রোডিন তো মনে হয়

প্রশ্নর্কতা:লিখি নাই।

উত্তরদাতা:লিব্যাক লিখছেন না?

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। লিব্যাক লিখছি।

উত্তরদাতা:লিব্যাকই সেফ্রোডিন।

প্রশ্নর্কতা:ও সরি। আর কিছু কি আছে?

উত্তরদাতা:না। আর নাই।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে এজিথ্রাল এটা কোন গ্রুপের? জেনেরেশন, ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড জেনেরেশন? এজিথ্রোমাইসিন।

উত্তরদাতা: এজিথ্রোমাইসিন তো থার্ড জেনেরেশন।

প্রশ্নর্কতা কোন জেনেরেশন, থার্ড?

উত্তরদাতা: থার্ড জেনেরেশন।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। থার্ড জেনেরেশন। তারপর হচ্ছে

উত্তরদাতা:এটাও থার্ড জেনেরেশন।

প্রশ্নর্কতা:এটা।

উত্তরদাতা:নিউফ্লক্সিন মে বি সেকেন্ড জেনেরেশন।

প্রশ্নর্কতা: সেকেন্ড জেনেরেশন। তারপর এমোক্সিসিলিন এটা? মোক্সাসিল?

উত্তরদাতা:এগুলি সব ফার্স্ট জেনেরেশন।

প্রশ্নর্কতা:ফার্স্ট? তারপর মেট্রোনিডাজল।

উত্তরদাতা:ফার্স্ট।

প্রশ্নর্কতা:লিব্যাক?

উত্তরদাতা:এটাও।

প্রশ্নর্কতা:ফার্স্ট জেনেরেশন। আর এটা?

উত্তরদাতা:সেফাডক্সিল এটা থার্ড জেনেরেশন।

প্রশ্নর্কতা: থার্ড জেনেরেশন।

উত্তরদাতা:ও সরি। এটা ফ্লুকনাজল?

প্রশ্নর্কতা:হ্যা।

উত্তরদাতা:এটা আসলে আমার ঠিক বলতে পারছিনা।

প্রশ্নর্কতা:এমনে কি মনে হয়?

উত্তরদাতা:এটা আমি আসলে সঠিক বলতে পারছিনা। ফ্লুকনাজলটা।

প্রশ্নর্কতা:তাই না? আট এগার, দুইহাজার সতের। আচ্ছা। এটা?

উত্তরদাতা:ফ্লুকক্সাসিলিন এটা সেকেন্ড জেনেরেশন।

প্রশ্নর্কতা:সেকেন্ড জেনেরেশন। এই যে আটটা গ্রুপ, তার মধ্যে কোন কোন মেডিসিন আপনি সচরাচর বেশী মানে ভার্বালি মৌখিকভাবে প্রেসক্রাইব করে থাকেন? কোনটা কোনটা দেন। আমাকে নাম্বারগুলি যদি বলেন, আমি নাম্বার লিখে নিই।

উত্তরদাতা:তাহলে এজিথ্রালটা দেন।

প্রশ্নর্কতা:কোনটা? এজিথ্রাল।

উত্তরদাতা:এজিথ্রোমাইসিনটা দেন আর হচ্ছে আপনার সেফিক্সিমটা লিখেন।

প্রশ্নর্কতা: সেফিক্সিম ঐ পিছনে মনে হয়। না। সেফিক্সিম তো আসে নাই। সেফিক্সিম কি আছে?

উত্তরদাতা:সেফিক্সিম কি লেখা হয় নাই?

প্রশ্নর্কতা:না। ঐ সার্জেল, এটা কি?

উত্তরদাতা:না। সার্জেল ঐটা ইসোমিপ্রাজল।

প্রশ্নর্কতা:সেফিক্সিম লেখা হয়নি। সেফিক্সিম

উত্তরদাতা: শেষ হয়ে গেছে। নাই ঐটা আমার কাছে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তাহলে ঐটা কোন, মেডিসিনের নামটা কি?

উত্তরদাতা:ইয়ে দিতে পারেন। সেক্সিন দিতে পারেন।

প্রশ্নর্কতা:স্পেলিংটা যদি বলেন।

উত্তরদাতা:সিইএক্সআইএন।

প্রশ্নর্কতা: সিইএক্সআইএন।, সেক্সিন, কত

উত্তরদাতা: এক্সআইএম, এন না।

প্রশ্নর্কতা:এম। এটা কত এম জি?

উত্তরদাতা:এটা দুইশো হয়, চারশো হয়।

প্রশ্নর্কতা:দুইশো চারশো এমজি। এটা কোন গ্রুপ বলতেছেন

উত্তরদাতা:সেফিক্সিম গ্রুপ।

প্রশ্নর্কতা:সিই

উত্তরদাতা:এফআইএক্সআইএম।

প্রশ্নর্কতা:সেফিক্সিম, দুইশো, চারশো?

উত্তরদাতা:দুইশো চারশো।

প্রশ্নর্কতা:এই দুইটা করে থাকেন? এছাড়া আর? আর কোনটা দেন?

উত্তরদাতা:নিউফ্লক্সাসিন তো লিখছেন না?

প্রশ্নর্কতা: নিউফ্লক্সাসিন, হ্যা। লিখছি।

উত্তরদাতা:সিপ্রো ফ্লক্সাসিন।

প্রশ্নর্কতা:সিপ্রোফ্লক্সাসিন, এটা। তারপর এখানে?

উত্তরদাতা:তারপর আপনার এটা ফ্লুফ্লক্সাসিলিন যেটা।

প্রশ্নর্কতা: ফ্লুফ্লক্সাসিলিন। ঐ পাশে। ফ্লুফ্লক্সাসিলিন, এইট। আর কোনটা দেন এখানে?

উত্তরদাতা:না। বাকীগুলা তেমন একটা আমি দিইনা।

প্রশ্নর্কতা:মেট্রোনিডাজল।

উত্তরদাতা: :মেট্রোনিডাজল তো কমন। এটা দেওয়া হয় অনেক।

প্রশ্নর্কতা:আর? লিব্যাক?

উত্তরদাতা:না। আমি লিব্যাক এখন দিইনা। এমোক্সিসিলিনও দিইনা তেমন একটা। মানে ঐটা প্রেসক্রিপশনেই আসেনা।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে এক নাম্বারটা যে দনে, এজিথ্রোমাইসিন। এটা কোন কোন রোগের জন্য দেন?

উত্তরদাতা:এটা হচ্ছে আপার এন্ড লোয়ার ট্র্যাক্ট ইনফেকশনের ক্ষেত্রে।

প্রশ্নর্কতা:আপার এন্ড লোয়ার

উত্তরদাতা:ট্র্যাক্ট, টিআরএসিকেটি, ট্র্যাক্ট ইনফেকশন। মানে সফট টিসু যেগুলি আছে, ঐগুলির ক্ষেত্রে ইনফেকশনের ক্ষেত্রে ভালো কাজ করে। সেম এটা আর এটা সেম। একই।

প্রশ্নর্কতা:ইনফেকশনের জন্য দেন, না?

উত্তরদাতা:হ্যা। সফট টিসুর জন্য।

প্রশ্নর্কতা:সফট টিসু কি করে এটা?

উত্তরদাতা:সফট টিসুতে যে ইনফেকশনটা ঐটার জন্য আরকি।

প্রশ্নর্কতা:টিসু ইনফেকশন। আর এটাও সেম?

উত্তরদাতা:এটাও এরকম কাজ করে। এজিথ্রোমাইসিনের চেয়ে সেফিক্সিমটা সেফ অনেক ক্ষেত্রে।

প্রশ্নর্কতা:এটা সেফ, না।

উত্তরদাতা:প্রেগনেন্সিতে অনেক সেফ, সেফিক্সিম।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তিন নাম্বার যেটা, সিপ্রোফ্লক্সাসিন। এটা কোন রোগের জন্য দেন?

উত্তরদাতা:গ্রাম পজিটিভ নেগেটিভ ভাইরাসের ক্ষেত্রে।

প্রশ্নর্কতা: গ্রাম পজিটিভ নেগেটিভ ভাইরাসের ক্ষেত্রে? আচ্ছা আর আট নাম্বারটা?

উত্তরদাতা:আট নাম্বার কোনটা?

প্রশ্নর্কতা:আট নাম্বার হচ্ছে ফ্লুফ্লক্সাসিলিন।

উত্তরদাতা: ফ্লুফ্লক্সাসিলিন হচ্ছে ইসের জন্য। খেয়াল আসতেছেনা এটা।

প্রশ্নর্কতা:মানে জ্বর, ঠান্ডা, কাশির জন্য

উত্তরদাতা:না। ঠান্ডা কাশি এগুলার জন্য না। ফ্লুফ্লক্সাসিলিন আপনার ইনফেকশনের জন্য এটা ইউজ করি।

প্রশ্নর্কতা:ইনফেকশন মানে কিসের ইনফেকশন?

উত্তরদাতা:দেখা যায় ইনফেকশনে ফুলে যায় যেসব ক্ষেত্রে ঐ ক্ষেত্রে এটা ভালো কাজ করে।

প্রশ্নর্কতা: সোয়েলিং বলবো? যে বডি সোয়েলিং ফুলে যায় যেটা। ইনফেকশন কিসের ইনফেকশন?

উত্তরদাতা:আসলে ইনফেকশন না। এটা মুলত আপনার ইসের জন্য হতে পারে। মানে সাজারির পরে আরকি যেসব এন্টিবায়োটিক ইউজ করা হয়। কি বলবো।

প্রশ্নর্কতা:মানে ঐ কাটাছেড়া শুকানোর জন্য?

উত্তরদাতা:হ্যা। কাটাছেড়া শুকানোর জন্য।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। পাঁচ নাম্বার, লিব্যাক যেটা?

উত্তরদাতা:লিব্যাক আসলে ঐরকম ইউজ করিনা। লিব্যাক মানে সেফ্রোডিন, এমোক্সিসিলিন এগুলা তেমন একটা ইউজ হয়না। খুব কম বিক্রি করি। মানে প্রেসক্রিপশনে আসতেছেই এক্ষেত্রে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। লিব্যাক, মেট্রোনিডাজলটা কিজন্য ইউজ হয়?

উত্তরদাতা:এটা ডায়রিয়ার জন্য, পাতলা পায়খানা,ডায়রিয়া। অনেক সময় একটা এন্টিবায়োটিকের সাথে আবার সার্পোট হিসেবেও এটা নেয়।

প্রশ্নর্কতা:এন্টিবায়োটিকের সার্পোট? কি হিসাবে সার্পোট দেয় এটা?

উত্তরদাতা:সার্পোট এন্টিবায়োটিক হিসাবে আর একটা নেয়।

প্রশ্নর্কতা:মানে কিভাবে? কিভাবে সার্পোট দেয়?

উত্তরদাতা:এটা আমি বলতে পারিনা। অনেক সময় ডাক্তাররা বলে।

প্রশ্নর্কতা: ধন্যবাদ। আমাকে অনেক সময় দিলেন। আমি আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করি। ভালো থাকবেন। ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে যদি আবার আসি দেখা হবে। আসসালামুআলাইকুম।

উত্তরদাতা:ওয়ালাইকুম সালাম। ধন্যবাদ।

(59 min.46 sec.)

Free listing:

Category: Human Antibiotics

List of Antibiotics (Drug Shop)					Group of Antibiotics (Most commonly prescribed)			
Sl. No.	**Name of Antibiotics**	**Generation**			**Sl. No.**	**Name of Antibiotics with Groups**	**Diseases/Treatment**	**Remarks**
		1	**2**	**3**				
1.	Azithral Azithromycin BP			√	1.	Azithral Azithromycin BP	Upper and lower tract infection (Soft tissue infection)	
2.	Adora 500 Cefadroxil 500 mg			√	2.	Adora 500 Cefadroxil 500 mg	Upper and lower tract infection (Soft tissue infection)	Safe medicine durig pregnancy
3.	Neofloxin 500 Ciprofloxacin 500 mg		√		3.	Neofloxin 500 Ciprofloxacin 500 mg	Gram +ve & Gram - ve; Viral diseases	
4.	Moxacil 250 Amoxicillin 250 mg	√			4.	Flucloxin Flucloxacillin Capsule	After surgery this medicine used.	
5.	Flagyl 400 mg Metronidazole BP	√			5.	Flagyl 400 mg Metronidazole BP	Diarrhoea	It's a supportive antibiotics
6.	Lebac 500 Cephradine 500 mg	√			6.			
7.	Candiflu Fluconazole			√	7.			
8.	Flucloxin Flucloxacillin Capsule		√		8.			

----------oooooooooo----------